প্রচারে কয়লামন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

মাফিয়াদের দখলেই বেশি কয়লা : রেড্ডি

স্টাফ রিপোর্টার, আসানসোল : এ রাজ্যে কোল ইন্ডিয়ার থেকে বেশি কয়লা আজ মাফিয়াদের দখলে। নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি। পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারের সমর্থনে প্রচার করেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী। সোমবার বরাকরের মাইথন রোডের একটি হোটেলে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত কয়লা খনি শ্রমিকদের সঙ্গে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেন তিনি।

নারী সুরক্ষা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী বলেন, ''সীমান্ত এলাকায় মা-বোনেরা সুরক্ষিত নন। এক ডাক্তার ছাত্রীর সঙ্গে কী নৃশংসতা হল তা সবাই দেখেছে। ইউপি-বিহারে আমরা মাফিয়া রাজ খতম করেছি, অত্যাচারীদের উপর বুলডোজার চালিয়েছি, কিন্তু বাংলায় মাফিয়া রাজ চলছে।'' কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী বলেন, ''ছয়ের দশকে বাংলা ছিল শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। আজ সেই ঐতিহ্য কোথায়? আমি দেশের কয়লামন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই রাজ্যে কোল ইন্ডিয়ার থেকে বেশি কয়লা আজ মাফিয়াদের দখলে। পুলিশ চুরির অভিযোগ নেয় না।'' তিনি আরও যোগ করেন, ''আমি হায়দরাবাদের সাংসদ। অনেক বিনিয়োগকারী আমার কাছে আসেন, কিন্তু মাফিয়ারাজ আর কাটমানির ভয়ে তারা বাংলায় বিনিয়োগ করতে চান না।''

এদিনের সভায় বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার ছাড়াও জেলা নেতৃত্ব ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কুলটির তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক বলেন, ''ভোট বৈতরণী পার হতে মাফিয়া রাজ ও অনুপ্রবেশের ভয় দেখানো বিজেপির প্রথাগত নির্বাচনী স্টান্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়লা যদি মাফিয়াদের কব্জায় থাকে, তা হলে তো কয়লামন্ত্রী হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা।''

কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি। কুলটিতে প্রচারে। —মৈনাক মুখোপাধ্যায়

'ফকির' মোদিকে তোপ খাড়গের, তিরে শাসকও

অভ্রবরণ চট্টোপাধ্যায়

বিক্রম রায়

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার : রাহুল রাহুল গান্ধীর পর এবার কংগ্রেসের হয়ে প্রচার সারলেন সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার তিনি কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় প্রচার সারেন। তাদের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রের তুমুল সমালোচনা করেন। ছাড় পায়নি রাজ্য সরকারও।

এদিন তিনি প্রথমে কোচবিহারে যান। সেখানে জনসভা করেন। ওই জনসভায় মহিলা সংরক্ষণ সংশোধনী বিল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তাঁর কথায় ২০২৩ সালে যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করা হয়েছিল তা বদলে গেল কী করে। সেটা কেউ জানতে পারল না কেন। পাশাপাশি বহু বছর পর কংগ্রেস আবার একা লড়াই করছে বলে তাদের জয়ী করার আহ্বান জানান। তবে এরপর তিনি নকশালবাড়িতে এক জনসভায় যোগ দেন।

সেখানে দার্জিলিং জেলা সমতলের তিন প্রার্থী অলোক ধারা, অমিতাভ সরকার ও নবনীতা তিরকি উপস্থিত ছিলেন। এই সভা থেকে তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং সংবিধান রক্ষার লড়াইকে প্রধান ইস্যু হিসাবে তুলে ধরেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি বাক্যেই মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রতি কড়া সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, "বাবাসাহেব আম্বেদকরের তৈরি সংবিধানের কারণেই আজ আমি আপনাদের সামনে এই পদে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি। কিন্তু আরএসএস এবং বিজেপি এই সংবিধান বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। তারা যদি আবারও ক্ষমতায় আসে, তবে দেশের গরিব ও দলিতদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে।" তিনি এই নির্বাচনকে 'গণতন্ত্র রক্ষার শেষ লড়াই' বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সমালোচনা করতে ছাড়েননি তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, "মোদিজি সবসময় নিজেকে 'ফকির' বলেন, কিন্তু তাঁর কোটি কোটি টাকার স্যুট আর চশমা দেখে বোঝা যায় তিনি কার বন্ধু। তিনি আদানি ও আম্বানিদের জন্য কাজ করছেন, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য নয়।" খাড়গে আরও অভিযোগ করেন যে, বিজেপি সরকার দেশের সম্পত্তি একের পর এক বিক্রি করে দিচ্ছে। "রেল, বন্দর, বিমানবন্দর, সবকিছুই আজ আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। দেশ বিক্রি করার এই প্রক্রিয়া রুখতে হবে।" দেশের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব ইস্যুতে তিনি বলেন, "মোদি বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ১০ বছরে ২০ কোটি চাকরি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়েছে কি? বদলে যুবকদের হাতে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।" এছাড়াও রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে খাড়গে তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলেন। তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "ইন্ডিয়া জোট দিল্লিতে এক হলেও বাংলায় কেন তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে? যারা বিজেপিকে রুখতে চায়, তারা কখনও কংগ্রেসের বিরোধিতা করে না। আসলে মোদি এবং দিদির মধ্যে গোপন বোঝাপড়া চলছে।" তিনি ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, "তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপির হাত শক্ত করা।"

কোচবিহারের সভায় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

ডিভিশন বেঞ্চে কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার: প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের জারি করা এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে সোমবার বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকরা কি আদৌ প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া যায়? এই প্রশ্ন তুলে মামলা করেছিলেন অধ্যাপকদের একাংশ।

গত শুক্রবার হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। তাতেই অধ্যাপকদের ভোটের কাজে লাগানো নিয়ে আদালতে সদুত্তর দিতে পারেনি কমিশন। তার পরই আদালত কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেয়।

মহার্ঘ ভাতা, ইচ্ছাকৃতভাবে অনুমোদন না দেওয়ায় বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি কর্মচারীদের চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হলেও নির্বাচন কমিশন সেই অনুমোদন দিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল। সোমবার দলের তরফে জানানো হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে এই অনুমোদন দিতে দেরি করা হচ্ছে। যাতে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ভয় ও উদ্বেগ তৈরি হয়। তাঁদের বিভ্রান্ত করতে এবং এই ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর হবে না, এমন মিথ্যে ধারণা তৈরি করতেই অনুমোদন দিতে দেরি করছে কমিশন। তৃণমূলের অভিযোগ, এই পুরো ছকটাই কষা হয়েছে বিজেপিকে নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই মতো বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হওয়ার কথা। এরই মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের জন্য আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনের অনুমতির জন্য অর্থ দপ্তর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠায়। কিন্তু সেই অনুমতি এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ তৃণমূলের। এদিন দলের তরফে জানানো হয়েছে, ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি কার্যকর করা হবেই। বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরকার একটুও সরবে না। নির্বাচন কমিশনের কোনও রাজনৈতিক কারসাজি বা ষড়যন্ত্র তা বদলাতে পারবে না।

পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়েনি, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার: কাঁচা পাটের বেআইনি মজুত রোধ করতে পারেনি কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, কৃষক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়াতেও তেমন উদ্যোগ নেওয়া দূরের কথা, পলিথিন বা নাইলনের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বার্থরক্ষায়। যা নিয়ে সংসদেও বিরোধী সাংসদদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সরকারকে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে এবং মজুতদারি বা ফাটকাবাজি রোধে পাট মজুতের সীমায় সংশোধন আনার পরও সমস্যা না মেটায় কড়া পদক্ষেপের পথে জুট কমিশন। জুট কমিশনার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিগত কয়েক মাসে কাঁচা পাটের দাম ব্যাপক বেড়েছে। যা ২০২৫-'২৬ সালের জন্য নির্ধারিত সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে, চটকলগুলিও কাঁচামালের জোগান নিয়ে সমস্যার মুখে। পাটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ২০ জানুয়ারি থেকে কাঁচা পাটের মজুতের সীমা কমিয়েছে ভারত সরকার। বেলারদের জন্য সর্বোচ্চ ১২০০ কুইন্টাল, সাধারণ স্টকিস্টদের জন্য ২৫ কুইন্টাল, অনিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের জন্য ৫ কুইন্টাল এবং জুট মিলের জন্য ৪৫ দিনের উৎপাদনের সমপরিমাণ পাট মজুতের নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত মজুত রয়েছে, তাদের অবশ্যই ৫ মে'র মধ্যে তা বিক্রি করতে হবে এবং ১৫ মে'র মধ্যে প্রাপকদের কাছে সরাসরি মজুত হস্তান্তর করতে হবে। জুট কমিশনের আধিকারিকেরা হানা দিয়ে নথিপত্র দেখবেন এবং এই আদেশের লঙ্ঘন করে পাওয়া অতিরিক্ত মজুত বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। কাঁচা পাট মজুতকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তার জন্য রাজ্য গুলোকেও অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রত্যয়ী নেত্রী

■ খড়দহের তৃণমূল প্রার্থী দেবদীপ পুরোহিতের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

■ ঘরের মেয়ে। দিনভর বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচারের পর সন্ধ্যায় নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে। ভি ফর ভিক্ট্রি। শেকসপিয়র সরণির আবাসনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —সুখময় সেন

বয়কট বিজেপি : ভবানীপুরে নাগরিক সভা

বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার ভোট, প্রচারে গণমঞ্চ

স্টাফ রিপোর্টার: ভবানীপুরে বিজেপি আর আরএসএসের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নাগরিক সভা দেশ বাঁচাও গণমঞ্চর। ভবানীপুর বিধানসভায় গোটা দেশের নজর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কেন্দ্রে বিজেপিকে একটিও ভোট না দেওয়ার দাবি জানাল গণমঞ্চ। সোমবারের এই পথসভায় পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, কবি জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, চিকিৎসক শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরি, অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার, মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র, অনন্যা চক্রবর্তী, প্রবীণ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা সৈয়দ তানভির নাসরিন, চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস, অভিনেতা শ্যামল দত্ত, সোমা চক্রবর্তী, সংগীত শিল্পী পর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাচিক শিল্পী সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনসুন্দর বসু, চিত্রা বসু, সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলাকে লালন-পালন করছেন, তা নিয়ে সবিস্তারে বললে জয় গোস্বামী, শ্রীজাতরা। অধ্যাপিকা তানভির বলেন, "এই নির্বাচন বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার নির্বাচন, এই নির্বাচন বাঙালিকে টিকিয়ে রাখার নির্বাচন।" সাংবাদিক সুমন বলেন, "আপনি মাছ, মাংস, ডিম, ধোকলা, পনির যা-ই খান না কেন, আপনি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ- যা-ই হোন না কেন, যদি আপনি বাঙালি হন, তা হলে আপনি বিজেপিকে একটিও ভোট দেবেন না। এই লড়াই কোনও দলের নয়, এই লড়াই বাঙালির সঙ্গে বিজেপির লড়াই।"

ভবানীপুরে বিজেপি আর আরএসএসের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নাগরিক সভা দেশ বাঁচাও গণমঞ্চর। বক্তা কবি জয় গোস্বামী। —সুচরিতা গোস্বামী

৭৭ ডব্লুবিসিএস কর্তাকে নয়া দায়িত্ব

স্টাফ রিপোর্টার : আরও ৭৭ জন ডব্লুবিসিএস অফিসারকে বিভিন্ন পদ থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, ওই অফিসারদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে নিয়োগ করা যাবে না। বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের নয়া দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। পাশাপাশি আইএএস সুমন্ত সহায়কে তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের বিশেষ সচিবের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে ডব্লুইবিইএল-এর এমডি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও একাধিক অফিসারকে প্রশাসনিক স্তরে নয়া দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দফার দিনই রাজনীতির মেগা শো, মোদি-রাহুল শহরে

স্টাফ রিপোর্টার: বঙ্গে প্রথম দফার ভোটের দিনই কলকাতা-হাওড়ায় রাজনীতির কার্যত মেগা শো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রয়েছেনই, সেদিনই শহরে থাকছেন নরেন্দ্র মোদি, রাহুল গান্ধীও। কার্যত বঙ্গে ভিন রাজ্যের তারকারা ঘাঁটি গেড়েছেন। ২৩ তারিখ মোদি হাওড়ায় রোড শো করবেন। ওইদিনই বারাকপুরে ও মথুরাপুরে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। অমিত শাহ আবার মধ্যমগ্রামে রোড শো করবেন। পুরশুড়া, আরামবাগে করবেন সভা। ওইদিন বঙ্গেও ফের প্রচারে আসছেন রাহুল গান্ধী। নববর্ষের প্রাক্কালে মালদহ, রায়গঞ্জ ও মুর্শিদাবাদে পরপর সভা করে যাওয়ার পর ফের দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারে আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে আসছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা তথা বিরোধী দলনেতা। ওই দিন জোড়া সভা করার কথা রাহুলের। একটি হুগলির শ্রীরামপুরে, প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ জেলার বাকি প্রার্থীদের সমর্থনে। অন্যটি কলকাতায়। এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে কলকাতায় দলের সব প্রার্থীর সমর্থনে একসঙ্গে নিয়ে সভা করতে পারেন তিনি। তবে কোনও মাঠে এই মুহূর্তে সভার অনুমতি না মেলায় ঠিক হয়েছে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে জনসভার আয়োজন করা হবে।

২০১৬ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সঙ্গে যৌথ সভা করেছিলেন রাহুল। তখন বাম-কংগ্রেস জোট ছিল। বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল সেই সভাকে ঘিরে। রীতিমতো হাইভোল্টেজ হয়ে উঠেছিল সেই সভা। স্থানীয় রাজনীতি, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে মাথায় রেখে এবারও সেই ময়দানেই রাহুলকে দিয়ে সভা করাতে চেয়েছিল কংগ্রেস। রাহুলের টিমও প্রাথমিকভাবে তার জন্য সময়সূচি করে ফেলেছিল বলেই খবর। তবে এই মুহূর্তে কলকাতার সব মাঠ যেহেতু নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন এবং কোনও মাঠে কোনও রাজনৈতিক দলকেই সভা করতে দেওয়া হচ্ছে না, ফলে বদলে অন্য কোনও জায়গায় সভা করার পরিকল্পনা চলছিল। সেই অনুযায়ী বিকল্প হিসাবে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সভার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রাথমিক অনুমতিও মিলেছে বলে খবর। তবে ওই দিন শহরে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও সভা রয়েছে। তাঁর রুটের সঙ্গে রাহুলের রুট নিয়ে কোনও সমস্যা যাতে না হয় তা দেখে তবেই রাহুলের সফর চূড়ান্ত করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী তৈরি হবে সময়সূচি। সোমবারই রাজ্যে প্রচারে এসেছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। রাজ্যে বড় সাফল্য পাবে না জেনেও কংগ্রেস এই রাজ্যে ভালো লড়াই দিতে চাইছে। প্রদেশ নেতৃত্বের বক্তব্য, তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি নয়, এই রাজ্যে কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প। তার জন্যই কংগ্রেস হাইকমান্ড বঙ্গে প্রচারকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে।

সাঁইথিয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সভা কার্যত ফাঁকা

ভিড় শুধু বাহিনীর, হুমকি এবার রাজনাথের গলায়

স্টাফ রিপোর্টার, সিউড়ি ও নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর: সাঁইথিয়ায় বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহার সমর্থনে প্রচারে এলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কিন্তু সেই জনসভা শুনতে সেভাবে সাধারণ মানুষ এল না। দুপুরের তীব্র গরমে হাতে গোনা হাজার দেড়েক মানুষ হাজির হয়েছিলেন এই জনসভায়। ভিড় কম দেখে মিনিট দশেক বক্তব্য রেখেই মঞ্চ ছাড়েন বিজেপির এই শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতা। অন্যদিকে নানুরে রোড শোয়ে শুধুই কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখা গিয়েছে। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল হাতেগোনা।

সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ সাঁইথিয়ার ভবানীপুর গ্রামে ফুটবল মাঠে আয়োজিত বিজেপির জনসভায় যোগদান করেন রাজনাথ সিং। মাঠের থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়, সেখানেই নামে রাজনাথের হেলিকপ্টার। স্থানীয় মানুষের মধ্যে সেই হেলিকপ্টার দেখার আগ্রহ থাকলেও তীব্র গরম মাথায় নিয়ে রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্য শোনার আগ্রহ খুব একটা চোখে পড়ল না। এ দিন বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের বসার জন্য প্রায় হাজার খানেক চেয়ারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়নি।

রাজনাথ প্রথমেই স্লোগান তোলেন, "অনেক হল জোড়াফুল, বাংলা চায় পদ্মফুল।" এ দিন হুমকির সুরে তিনি বলেন, "বিজেপির সরকার হলে গুন্ডারা হয় ঘরে ঢুকে যাবে, নয় জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আর না হলে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

এ দিন মঞ্চ থেকে রাজনাথ সিং যখন একের পর এক আশার কথা শোনাচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীদের, তখন সেই বার্তা শোনার জন্য কর্মী-সমর্থকদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। তাই আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল, বক্তব্যে ঝাঁজও ছিল, কিন্তু শোনার লোক ছিল না। ফলে দিনের শেষে ফ্লপ-শো হয়েই থেকে গেল সাঁইথিয়ায় রাজনাথের সভা।

এদিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের ঘেরাটোপেই নানুর বাসস্ট্যান্ড থেকে নানুরে বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে প্রায় ৮০০ মিটার রোড শো করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ। তবে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের হাতে গোনা কয়েকজনকে ছাড়া দেখায় যায়নি। প্রচারে জোর কিন্তু লোকজনের অভাবে অসস্তিতে নানুরে বিজেপি। বেশ কিছুক্ষণ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি, সাধারণ মানুষের চলাচলে বিধিনিষেধে ক্ষোভ। তীব্র দাবদাহে প্রচার কিন্তু প্রত্যাশা মতো শক্তি প্রদর্শনে মিলল না সাড়া। এক কথায় নিরাপত্তা বলয়ে বন্দি রোড শো। নানুরে ভিড়ে ভাটা।

রাজনাথ বলেন, ''মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাস হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দিতে চান। আজ, নয়তো কাল পাস হবেই। আর এই নির্বাচনে মহিলারাই শিক্ষা দেবে তৃণমূলকে।

কাশ্মীরে পহেলগাঁও হামলার পর ভারতীয় সেনার তরফে অপারেশন সিঁদুর চালানো হয়। এখনও পর্যন্ত সব থেকে বড় সাফল্য অপারেশন সিঁদুর। এই জন্য আমি সেনাবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাই।''

নানুরের রোড শোতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিবৃত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সোমবার।

ভোটের বাংলা

এবার নুসরতকে তলব ইডির

স্টাফ রিপোর্টার : ভোটের আগেই অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে তলব কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। সূত্রের খবর, রেশন দুর্নীতি মামলায় ২২ এপ্রিল সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজির দিতে বলা হয়েছে নায়িকাকে। ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। তার আগের দিনই নুসরতকে তলব করা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ইডির সূত্র জানিয়েছে, কয়েক বছর আগে যখন বাংলাদেশে গম পাচারের অভিযোগ উঠেছিল, তখন নুসরত জাহান বসিরহাটের সাংসদ ছিলেন। সেই রেশন দুর্নীতি মামলায় আর্থিক লেনদেন ঘিরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। যদিও তিনি কলকাতার বদলে দিল্লির ইডির দফতরে হাজিরা দিতে চান বলে ইডি সূত্রের খবর। অতীতেও ফ্ল্যাট দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রীকে তলব করেছিল ইডি। এদিকে, রেশন দুর্নীতি মামলায় চাল ব্যবসায়ী বারিক বিশ্বাসকে ইডি তলব করেছে। বাংলাদেশে গম পাচারের টাকা কোন পথে লেনদেন হয়েছে, তা জানতেই জেরা করতে চায় ইডি।

হাই কোর্টে এনআইএ

বেলডাঙায় ধৃতদের জামিন খারিজের আর্জি

স্টাফ রিপোর্টার: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ১৫ জনকে জামিন দিয়েছিল কলকাতা নগর দায়রা আদালতের এনআইএ বিশেষ আদালত। ওই জামিনের নির্দেশ খারিজের আবেদন এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ। সোমবার তাদের আইনজীবী অরুণ মাইতি ও ভাস্কর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্ন-আদালতের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাই কোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আজ মঙ্গলবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আইনজীবীদের দাবি, যখন সুপ্রিম কোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে কলকাতা হাই কোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে, তখন ট্রায়াল কোর্ট কীভাবে এই যুক্তিতে জামিন মঞ্জুর করল যে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হয়নি। ঘটনার সূত্রপাত গত জানুয়ারি মাসে। ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই বেলডাঙা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনায় বিক্ষোভকারীরা রেল অবরোধের পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এবং কর্তব্যরত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ওপর হামলা করে। প্রথমে রাজ্য পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে হাই কোর্ট মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ৩৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল।আইন অনুযায়ী, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে হয়। কিন্তু এনআইএ ৯০ দিন পার হয়ে গেলেও চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। গত শুক্রবার এনআইএ-র বিশেষ আদালতের বিচারক সুকুমার রায় ১৫ জনকে ১০ হাজার টাকার বন্ডের বিনিময়ে জামিন মঞ্জুর করেন। তবে তাঁদের চলাফেরার ওপর কড়া শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

আলোচনায় দুই বাম, 'গরিবের ডাক্তার' ও পটাশপুরের সিপিআই প্রার্থী

ফুটপাথেই রোগী দেখছেন নিলয় প্রচারে চাল-ডাল চাইছেন সৈকত

রূপায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

একজন গরিবের চিকিৎসক বলে পরিচিত এলাকায়। কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নে লড়ছেন বেহালা পূর্বে। ভোট প্রচারে নেমেও প্রচারের ফাঁকেই চলছে ডাক্তারিও। আবার বেহালা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে পটাশপুরের আরেক বাম প্রার্থী কাস্তে ধানের শীষ চিহ্নে লড়তে নেমে বাড়ি বাড়ি থেকে চাল-ডাল সংগ্রহ করছেন। পটাশপুরের অলিগলি এখন এক অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী থাকছে। প্রথমজন বেহালা পূর্বের সিপিএম প্রার্থী ডা. নিলয় মজুমদার। অন্যজন পটাশপুরের সিপিআই প্রার্থী সৈকত গিরি।

বেহালা পূর্বের ডা. নিলয় মজুমদার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন ১৯৯৯ সালে। কখনও ছুটে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান শ্রমিক মহল্লায় বা কুলপির ইটভাটা শ্রমিকদের চিকিৎসায়। কোভিডে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প চালানোর পাশাপাশি রেড ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী বিলি করেছেন। তবে তাঁর চিকিৎসা পরিষেবায় বড় কাজ 'ওপেন ওয়ার চেম্বার'। খোলা আকাশের নিচে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে বেহালাবাসীর কাছে গরিবের ডাক্তার বলে পরিচিত। যে সব মানুষ সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতার বাইরে থেকে যান, তাঁদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মাঠে ঘাটে ফুটপাতে টেবিল পেতে বসে বিনামূল্যে রোগী দেখে চলেছেন নিলয় মজুমদার। সুদূর কুলপি, ভাঙড় থেকে বেহালার পাড়ায়। বেহালায় এখন ১৬-১৭টি জায়গায় খোলা আকাশের নিচে রোগী দেখেন। প্রচারে বেরিয়েও রোগী দেখার কাজে খামতি নেই তাঁর। নির্বাচনী কার্যালয়ে বসেও খসখস করে লিখছেন প্রেসক্রিপশন। ভোট প্রচারে নিলয়ের প্রতিশ্রুতি, গোটা বেহালা বিধানসভা এলাকায় ৩০টি বিনামূল্যের স্বাস্থ্য আর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করবেন। পাশাপাশি বেহালার সব বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য স্থানীয়স্তরে চাকরি বা আয়ের ব্যবস্থা করার অঙ্গীকারও করছেন তিনি। আরেক ভাবনা, যেসব ছেলেমেয়েদের ভিনরাজ্যে বা বিদেশে চাকরি করতে যেতে হয়েছে, তাদের মা-বাবাদের দেখভালের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সিপিএম নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

প্রচারের ফাঁকে ডাক্তারি বেহালা পূর্বের সিপিএম প্রার্থীর।

প্রচারে মুষ্টিভিক্ষা পটাশপুরের সিপিআই প্রার্থীর।

আধুনিক যুগের চাকচিক্যময় প্রচার নয়, কাঁধে ঝোলা আর হাতে একগুচ্ছ লিফলেট নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল-ডাল আর সামান্য নগদ সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন পটাশপুরের সিপিআই প্রার্থী তরুণ তুর্কি শিক্ষিত ও লড়াকু সৈকত গিরি। মানুষের দেওয়া মুষ্টিভিক্ষার উপর ভর করেই এবার বিধানসভা নির্বাচনের কঠিন লড়াইয়ে নেমেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের এই তরুণ বাম প্রার্থী। বাড়ির উঠোনে গিয়ে সৈকত বলছেন, একটা পতাকা বা ফেস্টুনের জন্য সামান্য সাহায্য করুন। নগদ না পারলে চাল দিলেও চলবে। সৈকতের নির্বাচনী হলফনামা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর আয় আয়করের সীমার নিচে। বর্তমানে তাঁর একমাত্র আয়ের উৎস হল পার্টির থেকে পাওয়া মাসিক ২,৮০০ টাকার ভাতা। বামেদের 'শূন্য' আসন সংখ্যার মতোই 'শূন্য' সম্পত্তি নিয়ে পটাশপুরের অলিগলিতে বাম প্রার্থী সৈকত নজর কেড়েছেন আমজনতার। এভাবে প্রচারে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয় বলেই মনে করছে সিপিআই পার্টির নেতৃত্ব। সৈকতের কথায়, ''এই লড়াই সাধারণ মানুষের জন্য। তাই মানুষেরই সাহায্য নিচ্ছি।''